হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হাম্দ ও সালাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে অন্যান্য নবীর উপর তাকে প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন। কোথাও তিনি বলেছেন:

«لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ».

“নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ কর না”।[1] অথচ উপরের আলোচনা থেকে জানলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নবীদের মাঝে মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। ইব্ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ্ সূরা বাকারার (২৫৩)নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন:

১. মর্যাদার তারতম্য জানার পূর্বে তিনি নিষেধ করেছেন।

২. বিনয়ী ও নম্রতার খাতিরে তিনি নিষেধ করেছেন।

৩. তর্কের সময় অহংকার করে প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন।

৪. সাম্প্রদায়িকতার জন্য প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন।

৫. তার নিষেধ করার অর্থ মর্যাদার বিষয়টি তোমাদের উপর ন্যস্ত নয়, আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তোমাদের দায়িত্ব শুধু আনুগত্য করা।

নবী ও রাসূল উভয় বলা উত্তম:

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ خير نبي أرسلا বলে নবী ও রাসূল উভয় বিশেষণ উল্লেখ করেছেন, যদিও শুধু রাসূল দ্বারা নবী বুঝা যেত, কারণ প্রত্যেক রাসূল নবী, তবে তা হত প্রাসঙ্গিক। তিনি প্রাসঙ্গিকতা ত্যাগ করে নবী ও রাসূল দু’টি বিশেষণ স্পষ্ট বলেছেন। এভাবে বলাই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। বুখারি ও মুসলিম[2] বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি বারা ইব্ন আযেবকে বলেন: “যখন তুমি বিছানায় আস সালাতের ন্যায় অজু কর। অতঃপর ডান পার্শ্বে শয়ন কর এবং বল:

«اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»

যদি এ রাতে মারা যাও, তবে স্বভাবের উপর মারা যাবে। তুমি এ বাক্যগুলোকে তোমার সর্বশেষ বাক্য বানাও”। তিনি বলেন: আমি দো‘আটি পড়ে শুনাই: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ শেষে বলি: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ তিনি বললেন: না, وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ বল, [যেভাবে আমি তোমাকে বলেছি]। ‘বারা’ ইব্ন আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু وَبِرَسُولِكَ বলতে চাইলেন, কিন্তু তিনি وَبِنَبِيِّكَ বলতে বললেন, অথচ রাসূল শব্দে প্রাসঙ্গিকভাবে নবীর

উল্লেখ ছিল।

দ্বিতীয়ত লেখক নবী ও রাসূল বলে উভয়ের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কারও কারও মতে, নতুন শরীয়ত নিয়ে আগমনকারীকে রাসূল বলা হয়, আর পূর্বের রাসূলের শরীয়ত প্রচারকারীকে বলা হয় নবী। প্রত্যেক রাসূল নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নয়।

ফুটনোট

[1] বুখারি: (৬৪৩৩), ও মুসলিম: (৪৩৮৫)

[2] বুখারি: (৬৩১১), মুসলিম: (২৭১২)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8354

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন